জবিতে যোদ্ধাদের ছাড়াই জুলাই বর্ষপূর্তি উদযাপন

জবি প্রতিনিধি
০৬ আগস্ট ২০২৫, ১২:০০ এএম

২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সম্মুখসারির যোদ্ধা ও আহত শিক্ষার্থীদের উপেক্ষা করেই বর্ষপূর্তি উদযাপন করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) প্রশাসন। বিশেষ করে আন্দোলনে আহতদের অনুষ্ঠানে ডাকা হয়নি বলেও অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনেকে শিক্ষার্থী।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদ মাঠে ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান বর্ষপূর্তি’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শহীদ জবি শিক্ষার্থী ইকরামুল হক সাজিদের মা মোছা. নাজমা খাতুন লিপি।

ছাত্রফ্রন্ট জবি শাখার সভাপতি ইভান তাহসিবের হাত ভেঙে যায় এ আন্দোলনে। তিনি বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি আয়োজনে অংশগ্রহণকারী সংগঠনগুলোর মতামত না নিয়ে, সংগঠকদের উপেক্ষা করে একতরফাভাবে অনুষ্ঠান করা ইতিহাস বিকৃতির শামিল। জীবন বাজি রেখে যে যোদ্ধারা আজকের প্রশাসনকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাদের উপেক্ষা করে কোনো আয়োজনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

জবি শাখা ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি একেএম রাকিব বলেন, যেসব শিক্ষক জুলাইয়ের চেতনা ধারণ করে সামনে আছেন, তারা হয়তো নিজেরা জানেন হাসিনা যদি ক্ষমতায় থেকে যেতেন, তা হলে তারাই রূপ বদলে আবার স্বৈরাচারের পক্ষে দাঁড়াতেন। কিন্তু আমাদের জীবন? তা নিশ্চিহ্ন করে দিত সেই স্বৈরাচারী রাষ্ট্রযন্ত্র। এই আত্মবিস্মৃত প্রশাসনের প্রতি ধিক।

বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের সদস্য সচিব শাহীন মিয়া বলেন, বিশ^বিদ্যালয় প্রশাসনের এই গাফিলতি প্রকৃত জুলাই যোদ্ধা অবমাননার শামিল। ছাত্রশিবিরের জবি শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলিম আরিফ বলেন, এটা হচ্ছে যে প্রশাসনের একটা দুর্বলতা। তাদের স্বীকার করতে হবে ও এটার দায়ভার নিতে হবে।

ছাত্রদল জবি শাখার আহ্বায়ক মেহেদী হাসান হিমেল বলেন, এই প্রোগ্রামের বিষয়ে আমাদের কিছুই অবহিত করা হয়নি। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সম্মুখসারির যোদ্ধাদের জানানো উচিত ছিল।

সঞ্চালক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. শেখ গিয়াস উদ্দিনের কাছে এ ব্যাপারে মন্তব্য চাওয়ার জন্য যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বর্ষপূর্তি উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ও শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. রইছ উদ্দীন বলেন, ভুল হয়ে গেছে। পরে সবাইকে নিয়ে প্রোগ্রাম করব।

জবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম বলেন, আমরা একটি কমিটি গঠন করেছিলাম, যারা সবকিছু যাচাই-বাছাই করেছে। সবার অবদান মূল্যায়ন করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাস্তবতার ভিত্তিতেই অনুষ্ঠান হয়েছে। এ নিয়ে অতিরিক্ত বিতর্ক অনুচিত।